৫২

দৈনিক ইত্তেফাক

16 FEB 1997

তারিখ 16 FEB 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রে অচলাবস্থা

নাজমুল হাসান ।। গ্রন্থ প্রকাশনা, বিপণন ও পাঠাভ্যাস বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে এখন চরম অচলাবস্থা বিরাজ করিতেছে। প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের সঙ্গে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরোধের জের হিসাবে অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে যে, বিপণন কেন্দ্রটি খোলা রাখা ছাড়া সেখানে কোন কাজই হয় না। দেওয়াল জুড়িয়া পরিচালকের বিরুদ্ধে পোষ্টার সাঁটা হইয়াছে। প্রায় বিচ্ছিন্ন ও কর্মহীনভাবে পরিচালক নিজ কক্ষে অবস্থান

(১৫শ পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

(১ম পৃঃ পর)

করেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও যৌথভাবে কেবল অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন। পরিচালক কর্তব্যে অবহেলা ও অসদাচরণের অভিযোগে একজন কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিয়াছেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আশংকা, আরও অনেকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতে পারে। তাই সর্বক্ষণ, এমনকি অফিস ছুটির পরও অফিসে অবস্থান করিয়া তাহারা নজর রাখেন কোন নূতন অফিস আদেশ জারি হইতেছে কিনা। অন্যদিকে কর্মকর্তা—কর্মচারীরাও সংস্কৃতি সচিবের বরাবরে প্রেরিত এক আবেদনে বর্তমান পরিচালকের বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও ব্যর্থতার অভিযোগ করিয়া এই পদে একজন গ্রন্থ মনস্ক-সৃজনশীল, উদ্যমী, দক্ষ ও নেতৃত্ব প্রদানকারী গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদানের আবেদন জানাইয়াছেন।

জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মদ ওসমান গনি গতকাল জানান, এখন হইতে ৩ বছর আগে তাহার দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বে জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্রের কতিপয় কর্মকর্তা-কর্মচারীর দুর্নীতি সম্পর্কে একটি তদন্ত পরিচালিত হয়। কিন্তু এই তদন্ত রিপোর্ট এতদিন ধামাচাপা দেওয়া ছিল। তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর এই তদন্ত রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নিলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাহার উপর বিরূপ হইয়া উঠে। একজন প্রকাশনা কর্মকর্তাকে তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পূর্বেই হিসাব বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল। ঐ কর্মকর্তার আবেদনের প্রক্ষিতে গত জুলাই মাসে তিনি তাহাকে পুনরায় প্রকাশনা কর্মকর্তার পদে ফিরাইয়া আনেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটিতে প্রকাশনা কর্মকর্তার তেমন কোন কাজ না থাকায় অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তাহাকে কিছু প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হয়। গত ২রা নভেম্বর জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মিলনায়তনে জেলহত্যা দিবস উপলক্ষে একটি সংগঠন আলোচনা সভার আয়োজন করে। এই আলোচনা সভায় কয়েকজন মন্ত্রীরও অংশ গ্রহণের কর্মসূচী ছিল। তাই গ্রন্থকেন্দ্রের মিলনায়তনে সবকিছু ঠিকঠাক আছে কিনা দেখিয়া প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি উক্ত প্রকাশনা কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু প্রকাশনা কর্মকর্তা এই দায়িত্ব পালন করেন নাই। ইহা নিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি অন্যান্য কর্মকর্তাসহ তাহার কক্ষে প্রবেশ করেন এবং বাদানুবাদের এক পর্যায়ে টেবিল হইতে ছাইদানি তুলিয়া পরিচালকের প্রতি ছুঁড়িয়া মারিতে উদ্যত হন। অন্য কর্মকর্তারা তাহাকে নিবৃত্ত করেন। পরিচালক ২রা নভেম্বরই এই কর্মকর্তাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করেন। তিনি এখনও সাময়িকভাবে বরখাস্ত রহিয়াছেন। বিষয়টি তদন্তের জন্য পরিচালক একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের প্রতি অনুরোধ জানাইয়াছেন।

এদিকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের কর্মকর্তা—কর্মচারীরা বলিয়াছেন, ঐ প্রকাশনা কর্মকর্তা আদৌ ছাইদানি ছুঁড়িয়া মারিতে যান নাই। উহা পরিচালকের বানোয়াট অভিযোগ। সংস্কৃতি সচিবের নিকট প্রেরিত তাহাদের আবেদনে বলা লইয়াছে, অহেতুক ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও ক্ষমতার অপব্যবহারের কারণে সাম্প্রতিককালে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে কাজের পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ঘটিয়াছে। বর্তমান পরিচালক তাহার ব্যর্থতার দায়ভার কৌশলে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর চাপানোর চেষ্টা করিতেছেন। প্রতিষ্ঠানটি এখন ধ্বংসের মুখোমুখি।